NOV. 28 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ৬ কলাম ৪

'রাব্বি জিদনি ইলমা' পুনঃ সংযোজন করা হোক

রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতির ওপর অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ঘটনা এদেশে নতুন নয়, এ ধরনের সিদ্ধান্তের সংখ্যাও অনেক। এসবের মধ্যে আবার এমন বেশ কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী– বিশেষ করে, দেশের ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। উল্লেখ সেরে নেয়া দরকার যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে অগ্রবর্তী অবস্থান নিয়েছিল। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ঐ সরকার একের পর এক মুসলমান ও ইসলামের জন্য অবমাননাকর পদক্ষেপ নিয়েছে এবং জাতির ওপর অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রথম সরকারের পতন ঘটবার পর দীর্ঘ ২৬টি বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো অনেক ক্ষেত্রেই অসংখ্য অন্যায় সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে, যেগুলো বাতিল করার দাবী জানানো হয়েছে বিভিন্ন উপলক্ষে।

বর্তমান পর্যায়ে এরকম একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরো একবার কথা উঠেছে এবং উঠেছে জাতীয় সংসদে। গত রবিবার চারদলীয় জোটের একজন সংসদ সদস্য দাবী জানিয়ে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' পুনরায় সংযোজন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন এবং একথাই সত্য যে, প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতাংশ মুছে ফেলেছিল। আমরা 'রাব্বি জিদনি ইলমা' পুনঃ সংযোজনের দাবীর প্রতি সর্বান্তকরণে সমর্থন ঘোষণা করছি এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে দাবীটি উপস্থাপনার জন্য চারদলীয় জোটের এমপি ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বস্তুত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং অনস্বীকার্য অনেক কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' পুনঃ সংযোজন করা জরুরী। বিস্তারিত আলোচনার পরিবর্তে এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, বৃটিশ ভারতের সমৃদ্ধ অথচ অবহেলিত মুসলিম প্রধান অঞ্চল পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার মুখে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আন্দোলন করেছিল এবং দাবীটি আদায় করে ছেড়েছেন। বাংলাদেশে মহলবিশেষের কাছে এখনো সম্মানিত ঠিক কোন ব্যক্তিগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এবং মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষালাভের বিরোধিতা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা জানানো আমরা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জমি ও অর্থ দান করেছিলেন মুসলমান নবাবগণ। অর্থাৎ মুসলমানদের দাবীতে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং মুসলমানদের দেয়া জমির ওপর স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামেও পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ 'রাব্বি জিদনি ইলমা' যুক্ত করা হয়েছিল– যার অর্থ, 'হে প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'

লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে কিন্তু কেবলই মুসলমানদের জন্য মুনাজাত করা হয়নি এবং আল্লাহ তা'লাকেও সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক হিসেবে স্মরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার অযৌক্তিক বিদ্বেষের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দেশ-বিশেষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে মনোগ্রাম থেকে পবিত্র আয়াতাংশ মুছে ফেলেছে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার মতো অন্য অনেক দৃষ্টান্ত থেকেও ঐ সরকারের ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবাদের মুখে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নের যে যুক্তি এখনো দেখানো হয়, ইতিহাস, দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণের আলোকে সে যুক্তিও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয়নি বরং সবসময় বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সরকার এবং তার উত্তরসূরিদের কথিত 'বন্ধুদেশ' ভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। হিন্দুপ্রধান দেশ হলেও ভারতে যাদবপুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ভবন, রাজপথ, ব্যক্তির বাসভবন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে এবং এজন্য কিন্তু সেদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ...তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অন্যদিকে এদেশের প্রথম সরকার শুধু 'মুসলিম' শব্দ ...চ্ছেদের মাধ্যমে দেশবিশেষের সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাফল্য খুঁজেছে।

আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, আমরা মনে করি, যথেষ্ট হয়েছে, প্রথম সরকারের ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিল করা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' আয়াতাংশ ফিরিয়ে ...না দরকার। একযোগে দরকার অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ ...য়া, যেগুলোর নাম থেকে 'মুসলিম' বা ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ বাদ ...য়া হয়েছিল। আমরা আশা করি, ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানদের ...্য অবমাননাকর সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করা হবে এবং ভবিষ্যতে ...া কখনো কোনো মহল এ ধরনের উস্কানিমূলক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ...া করবে না।